

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে বোরো হাইব্রিড খান ট্রায়াল শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত বোরো হাইব্রিড খান ট্রায়াল শীর্ষক এক আলোচনা সভা ২৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কৃষিবিদ জনাব মো: ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষিবিদ জনাব মো: খায়রুল বাশার, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও কৃষিবিদ জনাব মো: মেহের আলী, অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষিবিদ জনাব ড. মো: আব্দুল মুঈদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। হাইব্রিড খান উৎপাদনের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে উপস্থিত সকলে কৃষিবিদ জনাব মো: আব্দুর রহিম, প্রাক্তন পরিচালক (শস্য) এর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ০১ (এক) মিনিট নিরবতা পালন করেন।

কৃষিবিদ জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ঢাকা অঞ্চলে স্থাপিত বোরো মৌসুমের হাইব্রিড জাত ট্রায়ালের তথ্য তুলে ধরে আগামী বছরগুলোতে হাইব্রিড উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

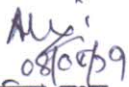
জনাব মো: কামরুল হাসান, প্রতিনিধি, লালতীর এ ধরনের একটি আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্যে বলেন যে, বোরো মৌসুমে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে হাইব্রিড খানের সঠিক জীবনকাল নাও পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে চেকজাতের সাথে তুলনা করতে সমস্যা হতে পারে উল্লেখ করে তিনি মূল্যায়ন দলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কৃষিবিদ জনাব ড. মো: জামিল হাসান, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, হাইব্রিড ডিভিশন, বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট তার বক্তব্যে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে হাইব্রিড খান উৎপাদনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রতি বছর বাংলাদেশে ২২ লক্ষ জনসংখ্যা যুক্ত হচ্ছে ও এতে ৩ লক্ষ মে.টন বেশি চাল প্রয়োজন। হাইব্রিড চাষে ১৫- ২০% ফলন বেশি পাওয়া যায়। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া, সরু চালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া, মোটা ও আঠালো হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে হাইব্রিড জাতের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার জন্য স্বল্পজীবনকাল বিশিষ্ট হাইব্রিড জাতের উন্নয়নের উপর তিনি জোর দেওয়ার কথা বলেন। পরবর্তীতে তিনি চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বোরো হাইব্রিড জাতের ট্রায়ালের তথ্যাদি তুলে ধরেন।

কৃষিবিদ মো: ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন যে, বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে হাইব্রিডের চাষাবাদ শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৬১ টি হাইব্রিড জাত নিবন্ধিত হয়েছে। হাইব্রিড জাতের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য তিনি এর উন্নয়নের আহ্বান জানান। সরু চাল বিশিষ্ট ও অ্যামাইলেজ এর পরিমাণ বেশি এমন হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি, নিবন্ধনের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বীজ উৎপাদনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি হাইব্রিড জাতের ট্রায়ালের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার উপরও জোর দেন। এতে একদিকে যেমন মাটিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অন্যদিকে তেমন মাটিতে খাদ্য উপাদানের পরিমাণ ঠিক থাকলে ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের ফলন পার্থক্য কমানো যাবে বলে তিনি মনে করেন। এ ধরনের একটি আলোচনা সভা আহ্বানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অন্যান্য অঞ্চলেও তা আয়োজন ও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

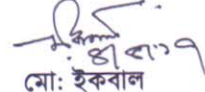
Mu:

কৃষিবিদ জনাব ড. মো: আব্দুল মুঈদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা সভাপতির বক্তব্যে বলেন যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দক্ষ অধ্যাপকদের সমন্বয়ে দল গঠনের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। একই সাথে তিনি হাইব্রিডের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎপাদনক্ষমতার পাশাপাশি এর বালাইসহনশীলতার প্রতি জোর দিয়ে জাত ছাড়করণের পরামর্শ দেন। পরিশেষে আয়োজিত এই আলোচনা সভা সমন্বয়যোগী হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।


০৪/০৫/১৭

আমিনা বেগম

পাবলিকেশন অফিসার (অ.দা.)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।



মো: ইকবাল

পরিচালক

ফোন: ৪৯২৬৩৫১২

ই-মেইল: dir.sca.gov.bd@gmail.com